রেজিস্টার্ড নং ডি এ-১

বাংলাদেশ গেজেট

অতিরিক্ত সংখ্যা

কর্তৃপক্ষ কর্তৃক প্রকাশিত

মঙ্গলবার, মার্চ ১৯, ২০২৪

বাংলাদেশ নির্বাচন কমিশন
নির্বাচন কমিশন সচিবালয়

প্রজ্ঞাপন

তারিখ: ৪ চৈত্র, ১৪৩০ বঙ্গাব্দ/১৮ মার্চ, ২০২৪ খ্রিষ্টাব্দ

এস.আর.ও. নং ৬১-আইন/২০২৪।—নির্বাচন কমিশন, উপজেলা পরিষদ আইন, ১৯৯৮ (১৯৯৮ সনের ২৪ নং আইন) এর ধারা ৬৩ এর উপ-ধারা (৩), ধারা ২০ এর সহিত পঠিতব্য, এ প্রদত্ত ক্ষমতাবলে, উপজেলা পরিষদ (নির্বাচন আচরণ) বিধিমালা, ২০১৬ এর নিম্নরূপ সংশোধন করিল, যথা:—

উপরি-উক্ত বিধিমালার—

(১) বিধি ২ এর—

(ক) দফা (৩) এর পর নিম্নরূপ দফা (৩ক) সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"(৩ক) **"জনসংযোগ"** অর্থ উপজেলা পরিষদ নির্বাচনের উদ্দেশ্যে কোন প্রার্থী কর্তৃক সংশ্লিষ্ট নির্বাচনি এলাকার ভোটারদের সহিত যোগাযোগ, সাক্ষাত বা পরিচিত হওয়া;";

(খ) দফা (৮) এ উল্লিখিত "রেক্সিন," শব্দ ও কমা বিলুপ্ত হইবে এবং উক্ত দফার পর নিম্নরূপ ব্যাখ্যা সংযোজিত হইবে, যথা:-

"ব্যাখ্যা।—এই দফার উদ্দেশ্যপূরণকল্পে, ব্যানার সাদা-কালো রঙের অথবা রঙিন হইতে পারিবে, এবং উহার আকার আয়তনে ৩ (তিন) মিটার x ১ (এক) মিটারের অধিক হইতে পারিবে না।";

মূল্য : টাকা ৮.০০

(২) বিধি ৫ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৫ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৫। **প্রচারণা সংক্রান্ত বিধান**।—(১) কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৩ এর বিধি ২২ এর অধীন প্রতীক বরাদ্দের পূর্বে, জনসংযোগ এবং ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচার ব্যতীত, অন্য কোন প্রকারের নির্বাচনি প্রচার শুরু করিতে পারিবে না।

(২) উপ-বিধি (১) এ যাহা কিছুই থাকুক না কেন, কোনো প্রার্থী ৫ (পাঁচ) জনের অধিক কর্মী ও সমর্থককে সঙ্গে লইয়া জনসংযোগ করিতে পারিবেন না, এবং উক্তরূপ জনসংযোগকে কোনভাবে পথসভা, মিছিল বা জনসভায় রূপান্তর করা যাইবে না।";

(৩) বিধি ৫ এর পর নিম্নরূপ বিধি ৫ক সন্নিবেশিত হইবে, যথা:—

"৫ক। **ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণা**।—(১) আইন, উপজেলা পরিষদ নির্বাচন পরিচালনা বিধিমালা, ২০১৩ এবং এই বিধিমালার বিধান প্রতিপালন সাপেক্ষে, কোন প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা অন্য কোন ব্যক্তি ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যম ব্যবহার করিয়া নির্বাচনি প্রচার-প্রচারণা পরিচালনা করিতে পারিবেন, তবে উক্ত ক্ষেত্রে প্রার্থী বা তাহার নির্বাচনি এজেন্ট বা উক্ত ব্যক্তিকে সংশ্লিষ্ট ডিজিটাল বা সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমের নাম, একাউন্ট আইডি, ই-মেইল আইডিসহ অন্যান্য সনাক্তকরণ তথ্যাদি উক্তরূপে প্রচার-প্রচারণা শুরুর পূর্বে রিটার্নিং অফিসারের নিকট দাখিল করিতে হইবে।

(২) ডিজিটাল বা সামাজিক যোগযোগ মাধ্যমে নির্বাচনি প্রচারণাকালে ব্যক্তিগত চরিত্র হনন করিয়া কোন বক্তব্য বা বিবৃতি, কোন ধরনের তিক্ত বা উসকানিমূলক বা মানহানিকর কিংবা লিঙ্গ, সাম্প্রদায়িকতা বা ধর্মানুভূতিতে আঘাত লাগে এইরূপ কোন বক্তব্য বা বিবৃতি প্রদান করা যাইবে না।";

(৪) বিধি ৭ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ৭ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"৭। **সভা সমিতি অনুষ্ঠান সংক্রান্ত বাধা নিষেধ**।—(১) কোন নিবন্ধিত রাজনৈতিক দল কিংবা উহার মনোনীত প্রার্থী বা স্বতন্ত্র প্রার্থী কিংবা তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তি—

(ক) প্রতিপক্ষের সভা, শোভাযাত্রা এবং অন্যান্য প্রচারাভিযান পন্ড বা উহাতে বাধা প্রদান বা ভীতি সঞ্চারমূলক কিছু করিতে পারিবে না;

(খ) সভার দিন, সময় ও স্থান সম্পর্কে যথাযথ কর্তৃপক্ষের নিকট হইতে লিখিত অনুমতি গ্রহণ করিবে, তবে এইরূপ অনুমতি লিখিত আবেদন প্রাপ্তির সময়ের ক্রমানুসারে প্রদান করিতে হইবে;

(গ) সভা করিতে চাহিলে প্রস্তাবিত সভার কমপক্ষে ২৪ (চব্বিশ) ঘণ্টা পূর্বে উহার স্থান এবং সময় সম্পর্কে স্থানীয় পুলিশ কর্তৃপক্ষকে অবহিত করিতে হইবে, যাহাতে উক্ত স্থানে চলাচল ও আইন-শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য পুলিশ প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারে;

(ঘ) জনগণের চলাচলের বিঘ্ন সৃষ্টি করিতে পারে এইরূপ কোন সড়কে জনসভা কিংবা পথ সভা করিতে পারিবে না এবং তাহাদের পক্ষে অন্য কোন ব্যক্তিও অনুরূপভাবে জনসভা বা পথসভা, ইত্যাদি করিতে পারিবেন না।

(২) কোন সভা অনুষ্ঠানে বাধাদানকারী বা অন্য কোনভাবে গোলযোগ সৃষ্টিকারীদের বিরুদ্ধে ব্যবস্থা গ্রহণের জন্য সভার আয়োজকেরা পুলিশের শরণাপন্ন হইবেন এবং এই ধরনের ব্যক্তিদের বিরুদ্ধে তাহারা নিজেরা ব্যবস্থা গ্রহণ করিতে পারিবেন না।";

(৫) বিধি ৮ এর—

(ক) উপ-বিধি (১) উল্লিখিত "পোস্টার সাদা-কালো রঙের হইতে হইবে" শব্দগুলির পরিবর্তে "পোস্টার সাদা-কালো রঙের অথবা রঙিন হইতে পারিবে" শব্দগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি ৮ এর পর নিম্নরূপ উপ-বিধি (৯) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৯) নির্বাচনি প্রচারপত্র বা পোস্টার বা লিফলেটে পলিথিনের আবরণ এবং প্লাস্টিক ব্যানার (পিভিসি ব্যানার) ব্যবহার করা যাইবে না।";

(৬) বিধি ১২ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১২ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১২। **নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন, ইত্যাদি সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—(১) নির্বাচনে কোন প্রতিদ্বন্দ্বী প্রার্থী প্রতি ইউনিয়নে ১ (এক)টি এবং পৌরসভা এলাকায় প্রতি ৩ (তিন)টি ওয়ার্ডে ১ (এক)টির অধিক নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস এবং কোন উপজেলায় ১ (এক)টির অধিক কেন্দ্রীয় ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করিতে পারিবেন না।

(২) উপ-বিধি (১) উল্লিখিত ইউনিয়ন বা পৌরসভার ওয়ার্ড পর্যায়ের প্রতিটি নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিসের আয়তন ৬ (ছয়)শত বর্গফুট এবং কেন্দ্রীয় ক্যাম্প বা অফিসের আয়তন ১২ (বারো)শত বর্গফুটের অধিক হইতে পারিবে না।

(৩) কোন সড়ক কিংবা জনগণের চলাচল ও সাধারণ ব্যবহারের জন্য নির্ধারিত স্থানে নির্বাচনি ক্যাম্প বা অফিস স্থাপন করা যাইবে না।";

(৭) বিধি ১৬ এর পরিবর্তে নিম্নরূপ বিধি ১৬ প্রতিস্থাপিত হইবে, যথা:—

"১৬। **গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ ও আলোকসজ্জাকরণ সংক্রান্ত বাধা-নিষেধ।**—কোন প্রার্থী বা তাহার পক্ষে কোন রাজনৈতিক দল, অন্য কোন ব্যক্তি, সংস্থা বা প্রতিষ্ঠান—

(ক) নির্বাচনি প্রচারণায় কোন গেইট, তোরণ বা ঘের নির্মাণ করিতে পারিবে না কিংবা চলাচলের পথে কোন প্রকার প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করিতে পারিবে না; এবং

(খ) নির্বাচনি প্রচারণার অংশ হিসাবে বিদ্যুতের সাহায্যে কোন প্রকার আলোকসজ্জা করিতে পারিবে না।";

(৮) বিধি ২১ এর—

(ক) উপান্তটীকায় উল্লিখিত "মাইক্রোফোন" শব্দের পরিবর্তে "মাইক" শব্দ প্রতিস্থাপিত হইবে;

(খ) উপ-বিধি (১) এ উল্লিখিত "একের অধিক মাইক্রোফোন" শব্দগুলির পরিবর্তে "১ (এক) টির অধিক মাইক বা জনসভায় ৪ (চার) টির অধিক মাইক" শব্দগুলি ও বন্ধনীগুলি প্রতিস্থাপিত হইবে;

(গ) উপ-বিধি (২) এর পর নিম্নরূপ উপ-বিধি (৩) সংযোজিত হইবে, যথা:—

"(৩) বাংলাদেশ পরিবেশ সংরক্ষণ আইন, ১৯৯৫ (১৯৯৫ সনের ১ নং আইন) ও তদধীন প্রণীত বিধির বিধানাবলি সাপেক্ষে, নির্বাচনি প্রচার কার্যে ব্যবহৃত মাইক বা শব্দ বর্ধনকারী যন্ত্রের শব্দের মানমাত্রা ৬০ (ষাট) ডেসিবেলের অতিরিক্ত হইতে পারিবে না।"।

নির্বাচন কমিশনের আদেশক্রমে

মোঃ জাহাংগীর আলম
সচিব।

মোঃ তাজিম-উর-রহমান, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ সরকারী মুদ্রণালয়, তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক মুদ্রিত।
মোঃ নজরুল ইসলাম, উপপরিচালক (উপসচিব), বাংলাদেশ ফরম ও প্রকাশনা অফিস,
তেজগাঁও, ঢাকা কর্তৃক প্রকাশিত। website: www.bgpress.gov.bd